হতদরিদ্রের চালের লাইনে কলেজ শিক্ষক, আলমডাঙ্গায় চাঞ্চল্য

হতদরিদ্র, বিধবা ও দুস্থদের জন্য বরাদ্দকৃত ভিজিএফের চাল নিতে লাইনে দাঁড়িয়েছেন এক স্বচ্ছল কলেজ শিক্ষক এমন ঘটনায় চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌরসভা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও বিস্ময় দেখা দিয়েছে।

রোববার আলমডাঙ্গা পৌরসভায় ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রম চলাকালে ইয়াসিন আলি নামে এক ব্যক্তিকে চালের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজের শরীরচর্চা শিক্ষক। একজন কলেজ শিক্ষককে দুস্থদের জন্য বরাদ্দ চাল নিতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উপস্থিত সাধারণ মানুষ হতবাক হয়ে যান।

চাল নেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষক ইয়াসিন আলি বলেন, “আমার বাসায় কে কার্ড দিয়ে গেছে আমি জানি না। তবে কার্ড যেহেতু পেয়েছি, তাই চাল নিতে এসেছি। এটা আমার প্রাপ্য বলেই মনে করি।”

তবে স্থানীয়দের দাবি ভিন্ন। তাদের মতে, ইয়াসিন আলির আলমডাঙ্গা পৌরসভার এরশাদপুর এলাকায় নিজস্ব ফ্ল্যাটবাড়ি রয়েছে এবং তিনি যথেষ্ট জমি-জমার মালিক। একজন স্বচ্ছল ব্যক্তি হয়েও সরকারি ত্রাণ নেওয়া নীতিবহির্ভূত এবং প্রকৃত দরিদ্রদের প্রতি অবিচার বলে মনে করছেন তারা।

এ বিষয়ে পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর রানা বলেন, ওই শিক্ষক অনেক আগে থেকেই চাল নিচ্ছেন। এবার আমরা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে চাল বিতরণ করছি। হয়তো ভুলবশত তার হাতে কার্ড চলে গেছে।

ঘটনাটি নিয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পান্না আক্তার কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বলেন, ঘটনাটি জানার পর আমি খোঁজ নিয়েছি কে তাকে কার্ড দিয়েছে, কিন্তু কেউ দায় স্বীকার করছে না। আমি নির্দেশ দিয়েছি, যদি তিনি পাওয়ার যোগ্য না হন, তবে সেই চাল যেন কোনো প্রকৃত গরিব ব্যক্তিকে দেওয়া হয়।

স্থানীয় সচেতন মহল মনে করছেন, সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির

সুফল যেন প্রকৃত অভাবী মানুষের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে আরও কঠোর যাচাই-বাছাই প্রয়োজন। স্বচ্ছল ব্যক্তিদের এ ধরনের সুবিধা গ্রহণ প্রকৃত দুস্থদের অধিকার ক্ষুণ্ন করে বলেও তারা মত প্রকাশ করেছেন।

দর্শনায় ভিজিএফের চাল থেকে বঞ্চিত দরিদ্ররা, কাদতে কাদতে ফিরলেন বৃদ্ধ-বিধবারা

দর্শনা পৌরসভার ভিজিএফের চাল বিতরণে তালিকা জটিলতা, অস্বচ্ছতা ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে পৌরসভার ৩, ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে প্রকৃত দরিদ্র, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও অসহায় অনেক মানুষ চাল না পেয়ে কাদতে কাদতে বাড়ি ফিরে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে অভিযোগ রয়েছে, কিছু সচ্ছল ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীও এই ভিজিএফের চাল পেয়েছেন, যা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ও সমালোচনা দেখা দিয়েছে।

পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, দর্শনা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের উপকারভোগীদের জন্য কার্ডপ্রতি ১০ কেজি করে ভিজিএফের চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী: ১ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩৫ জনের জন্য ৩,৩৫০ কেজি, ২ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৯০ জনের জন্য ৩,৯০০ কেজি, ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩৫ জনের জন্য ৩,৩৫০ কেজি, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩৩ জনের জন্য ৩,৩৩০ কেজি, ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৪২ জনের জন্য ৩,৪২০ কেজি, ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৪২ জনের জন্য ৩,৪২০ কেজি, ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ২৮৩ জনের জন্য ২,৮৩০ কেজি, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৯৭ জনের জন্য ৩,৯৭০ কেজি এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ৩২৮ জনের জন্য ৩,২৮০ কেজি বরাদ্দ রয়েছে।

মোট ৯টি ওয়ার্ডে ৩,৮৫০ জন উপকারভোগীর জন্য ৩০,৮৫০ কেজি চাল বরাদ্দ রয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর তিনটা পর্যন্ত ৩, ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ৩ মার্চ দর্শনা পৌর কর্তৃপক্ষ ৯টি ওয়ার্ডের

রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি সভা করেন। ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রস্তুত করে পৌরসভায় জমা দিতে হবে। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, এক সপ্তাহ পার হলেও অনেক ওয়ার্ডে তালিকা সম্পূর্ণ হয়নি এবং কোথাও অতিরিক্ত নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা কার্যক্রমে জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

ভিজিএফের চাল বিতরণের সময় দেখা যায়, তালিকায় নাম না থাকায় অনেক অসহায় মানুষ চাল পাননি। ভুক্তভোগীদের মধ্যে অনেকেই বয়োবৃদ্ধ, কেউ বিধবা, কেউ স্বামী পরিত্যক্তা, আবার কেউ এমন আছেন যারা চলাফেরা করতে পারেন না বা ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনযাপন করেন। তাঁরা কাদতে কাদতে ফিরে গেছেন।

অভিযোগ রয়েছে, বিতরণের সময় বিভিন্ন অনিয়মও হয়েছে। একজন মহিলা একাই ১৭টি টোকেন বা কার্ড নিয়ে চাল নিতে আসেন। পৌর কর্মচারী শাহ আলম তাৎক্ষণিকভাবে টোকেনগুলো আটক করেন। এছাড়া কিছু সচ্ছল ব্যক্তি এই ভিজিএফের চাল পেয়েছেন, যেমন কেরু অ্যান্ড কোম্পানিতে চাকরি করেন এমন কয়েকজন এবং বাজারে কাপড়ের ব্যবসা করেন এমন কয়েকজন।

দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দর্শনা পৌর প্রশাসক শাহিন আলম জানান, সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রকৃত উপকারভোগীদের কাছে চাল পৌঁছে দিতে প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন করে পৌর কর্মচারী দায়িত্ব পেয়েছেন। তবে কিছু ওয়ার্ডের তালিকা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, ফলে পুরো চাল বিতরণ শেষ করতে আরও দুই থেকে তিন দিন সময় লাগতে পারে।

প্রকৃত দরিদ্র ও অসহায়দের দাবি, তালিকা পুনরায় যাচাই করে যারা সত্যিকারের প্রাপ্য, তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত ভিজিএফের চাল বিতরণের ব্যবস্থা করা হোক। অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতেও এ ধরনের বৈষম্য ও অভিযোগ থাকবে।

মেহেরপুরে এক চালের দোকানে ৬০ হাজার টাকা চুরি

মেহেরপুরের হোটেল বাজারে নাঈম এন্টারপ্রাইজ নামের একটি চালের দোকান থেকে প্রায় ৬০ হাজার টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে।

আজ রবিবার (৯ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হোটেল বাজারের নিউ মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে।

নাঈম এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আরিফুজ্জামান (লাল মিয়া) জানান, সকাল থেকে একটি ছেলে দোকানের আশপাশে ঘোরাফেরা করছিল। পরে সে দোকানে এসে একটি ডিম চায়। ডিম দেওয়ার পর সে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার এসে ধান মাপার কথা বলে। আমি ধান মাপতে গেলে কাজ শেষে আবার সে চাল দেখাতে বলে। আমি চাল দেখাতে গেলে অন্য একজন এসে দোকানে রাখা প্রায় ৬০ হাজার টাকা নিয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় এখনো থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নে ভিজিএফের চাল বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদে পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে ৩৫১৬ জন দুস্থ্য ও অসহায়দের মাঝে ভিজিএফ এর চাল বিতরণ করা হবে।

সোমবার সকালে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্যাগ অফিসার সাব্বির আহমেদের উপস্থিতিতে ভিজিএফ’র চাল বিতরণের উদ্বোধন করা হয়। কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা ভিজিএফ’র চাল বিতরণ করেন। উপস্থিত ছিলেন ইউপি সচিব ইফতেখার আহমেদ, সহকারী সচিব রাজিয়া সুলতানা, ১নং ওয়ার্ড কাথুলী ইউপি সদস্য বাবুল হোসেন,২ নং ওয়ার্ড গাড়াবাড়ীয়া

ইউপি সদস্য জিনারুল ইসলাম, ৩ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য আশরাফুল ইসলাম, ৫ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য ফারুক হোসেন, ৬ নং ওয়ার্ড খাসমহল ইউপি সদস্য হুসাইন মোহাম্মদ, ৮ নম্বর ওয়ার্ড মাইলমারী ইউপি সদস্য কাবের আলী, ৯ নম্বর ওয়ার্ড নওপাড়া ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম প্রমুখ।

কোটচাঁদপুরে চালের দোকানে অভিযান, জরিমানা আদায়

কোটচাঁদপুরে চালের দোকানে অভিযান চালিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। সোমবার দুপুরে স্থানীয় চাল বাজারে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে দুই ব্যবসায়ীকে মোট ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা যায়, পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার না করায় কোটচাঁদপুর চাল বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কাজী আনিসুল ইসলাম।

এ সময় চাল ব্যবসায়ী শংকর কুমার সাহাকে ১০ হাজার টাকা এবং সরজিত কুমার ঘোষকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়, যা সর্বমোট ২৫ হাজার টাকা।

অভিযানকালে জেলা সহকারী পাট কর্মকর্তা, উপজেলা পাট কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় চালের বাজার

মনিটরিংয়ে ডিসি

কুষ্টিয়ায় চালের বাজারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও অতিরিক্ত মজুত নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিং করেছেন জেলার টাস্কফোর্স কমিটি।

বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমানের নেতৃত্বে শহরের বড়বাজারে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এ সময় চালসহ বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যের দাম যাচাই, পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় মূল্য তালিকা, ক্রয় রশীদ ও মুনাফার হার তদারকি করা হয়।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সবার সহযোগিতা কামনা করে জেলা প্রশাসক বলেন, অতি মুনাফা লোভী ব্যবসায়ীরা চালের বাজারে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অতিরিক্ত মূল্য নিলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ সময় কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জাহাঙ্গীর আলম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পার্থপ্রতীম শীল, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আল্ ওয়াজিউর রহমানসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও বৈষম্যরিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় অস্তিত্বহীন ও বন্ধ মিলের নামে সরকারি চাল বরাদ্দ

কুষ্টিয়ায় ২২টি চালের মিলের মধ্যে অধিকাংশ মিলেরই অস্তিত্ব নেই। মিল বন্ধ দীর্ঘদিন, তবুও বরাদ্দের তালিকায় মিলের নাম। জেলায় অস্তিত্বহীন মিলের নামে চাল বরাদ্দ আজ নতুন নয়।

বছরের পর বছর এমন অনিয়ম হয়ে এলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না ওই সমস্ত মিলের বিরুদ্ধে। আর এমন অনিয়মের ফাঁকেই সংশ্লিষ্ট খাদ্য

চালের কারবার বন্ধ রয়েছে। সেই থেকে ওই মিল হয়ে গেছে ডাল মিল। মিলের মালিক আবু ওয়ালী নোমান ডাল ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত অথচ তার মিলের নামে বছরের পর বছর চালের বরাদ্দ দেওয়া হয়। এবারো পেয়েছেন ১৩ দশমিক ৬৮০ মেট্রিক টন বরাদ্দ।

তিনি জানান, হাস্কিং মিলের ব্যবসা নেই। তাই বাধ্য হয়েই ডালের ব্যবসায়ে ঝুঁকেছেন তিনি। তবে খাদ্যগুদামে তিনি চাল সরবরাহ করেন না বলে জানান।

কুমারখালীর কাঞ্চনপুর ও নগর সাঁওতা এলাকার মোতালেব ও ওয়াসেল রাইস মিলের অবস্থাও অনেকটা একই রকম। মিল বন্ধ দীর্ঘদিন। তবুও বরাদ্দের তালিকায় তাদের মিলের নাম।

কীভাবে এবং কেনই বা অস্তিত্বহীন মিলের নামে বরাদ্দ দেওয়া হয় চালের? খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কোনো মিলের নামে চালের বরাদ্দ দেওয়ার আগে ওই সমস্ত মিল বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য কিনা সে বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা। ওই প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে দেওয়া হয় বরাদ্দ। কিন্তু খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তারা দায়সারা প্রতিবেদনে বন্ধ এবং অস্তিত্বহীন মিলের নামেও বরাদ্দ দিয়ে থাকেন। বিনিময়ে এসব মিলারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে কমিশন পান। যার পরিমাণও কম নয়। কয়েক কোটি টাকা।

তবে এমন অভিযোগ অস্বীকার করে কুষ্টিয়া জেলা খাদ্য কর্মকর্তা আল ওয়াজিউর রহমান নিজেদের পক্ষে সাফাই গেয়ে জানান, অস্তিত্বহীন মিলের নাম বরাদ্দের তালিকায় নেই। যেসব মিল বন্ধ রয়েছে, সেসব মিলের সঙ্গে চুক্তি করা হয়নি। তবে এর বাইরেও কোনো মিলের অসঙ্গতি থাকলে ওসব মিলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এরমধ্যে বেশকিছু মিলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন এই খাদ্য কর্মকর্তা।

বাংলাদেশ অটো রাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নেতা ও কুষ্টিয়া দেশ অ্যাগ্রো ফুডের স্বত্বাধিকারী এমএ খালেক জানান, সরকার কোনো মিলের সঙ্গে চুক্তি করার আগে মিলগুলো চাল সরবরাহের যোগ্য কিনা তা যাচাই-বাছাই করে থাকে। যদি সঠিকভাবে তদন্ত করা হয়, সেক্ষেত্রে এমন অনিয়ম হওয়ার কথা নয়।

কুষ্টিয়া জেলা চালকল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন প্রধান জানান, চাল বরাদ্দের সঙ্গে আমাদের সংগঠন জড়িত নয়। তবে কেউ যদি এমন অনিয়মে জড়িত থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

নেয়া উচিত।

সচেতন নাগরিক কমিটি কুষ্টিয়া শাখার সভাপতি রফিকুল আলম টুকু জানান, বছরের পর বছর অস্তিত্বহীন মিলের নামে চালের বরাদ্দের অভিযোগ শুনে আসছি কুষ্টিয়া খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট মিল মালিক এবং খাদ্য কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

চলতি আমন মৌসুমে জেলার প্রায় দুই শতাধিক মিলারের কাছে ৪৭ টাকা কেজি দরে প্রায় ১৯ হাজার মেট্রিক টন চাল কেনার চুক্তিবদ্ধ হয়েছে কুষ্টিয়া খাদ্য বিভাগ।

কুষ্টিয়ার খাজানগরে চালের মোকামে অভিযান, জরিমানা আদায়

দেশের অন্যতম বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরে অভিযান চালিয়েছেন জেলা প্রশাসক। অস্থির চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে মঙ্গলবার দুপুরে এই অভিযান শুরু হয়। এক ঘন্টার অভিযানে মোট তিনটি অটো রাইসমিলে যায় অভিযানিক দল।

অভিযানে চালের বেঁধে দেওয়া দামে বিক্রি হচ্ছে কিনা, অতিরিক্ত মজুদ রয়েছে কিনা, ওজন ঠিক দিচ্ছে কিনা, বেঁধে দেওয়া দাম ঠিক আছে কিনা এসব খতিয়ে দেখা হয়।

এ সময় চালের বস্তায় ওজনে কম পাওয়ায় গোল্ডেন রাইস মিলকে ৫০ হাজার ও দেশ এগ্রো লিমিটেডকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত। এছাড়াও অভিযানিক দল রশিদ এগ্রো লিমিটেডে গিয়ে সবকিছু তদারকি করেন।

অভিযান শেষে জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা বলেন, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসন কাজ করছে। এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। অস্বাভাবিকভাবে দাম বাড়ানো হলে বা অবৈধভাবে বাজার নিয়ন্ত্রন করা হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

নেওয়া হবে। আপাতত মিনিকেট চাল খুচরা বাজারে ৬৪ টাকা কেজি ও আটাশ (মোটা চাল) ৫২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে খতিয়ে দেখে পরবর্তীর্তে আবারও দাম নির্ধারণ করা হবে।

অভিযানে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে পুলিশ সুপার এএইচএম আবদুর রকিব, খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা, ভোক্তা সংরক্ষন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল, বাজার মনিটরিং দল, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

চাল নিয়ে চালবাজী, কুষ্টিয়ায় দেড় লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় একই চাল বিভিন্ন ব্রান্ডের নামে বস্তাজাত করে বিক্রয় ও প্রতি বস্তায় ওজনে কম দেওয়ার অপরাধে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। দেশব্যাপী চালের মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে এ বিশেষ অভিযান চালানো হয়।

সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কুষ্টিয়ার খাজানগর এলাকায় বাজার তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়।

এসময় ২৫ কেজির প্রতি বস্তা চালে ৩০০ গ্রাম পর্যন্ত কম দেওয়া, চাল বিক্রির সময় কোন ভাউচার প্রদান না করা এবং একই চাল বিভিন্ন ব্রান্ডের নামে বস্তাজাত করে বিক্রয় কার অপরাধে দুইটি মিল মালিককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয় অভিয়ান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

তিনি জানান, চালের মূল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কুষ্টিয়ার খাজানগর এলাকার বিভিন্ন মিলে বাজার তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় হালিম অটো রাইস মিলে গিয়ে দেখা যায় তারা ২৫ কেজির প্রতি বস্তা চালে ৩০০ গ্রাম পর্যন্ত কম দিচ্ছে। তারা চাল বিক্রির সময় কোন ভাউচার প্রদান করে না। একই চাল বিভিন্ন ব্রান্ডের নামে

বস্তাজাত করে বিক্রয় করছে। বিভিন্ন অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়। পাশাপাশি মোজাম্মেল এন্টারপ্রাইজ এর মালিক আসমা এন্টারপ্রাইজের নামে চালের পাইকারি ব্যবসা করেন। তিনি কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়াই কাজললতা চালের দাম প্রতি কেজিতে দশ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আসমা এন্টারপ্রাইজ কে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ অনুযায়ী ওই দুই প্রতিষ্ঠান মালিকের কাছ থেকে মোট এক লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। যাতে আড়তদার ও মিলাররা চালের বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে না পারে এজন্য এ বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এ অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সুবীর নাথ চৌধুরী, সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা আব্দুস সালাম তরফদার, ◌েজলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার সজিব পাল ও জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) জনাব সুলতানা রেবেকা নাসরীন।

এদিকে, সরকারের বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে বাজারে মূল্য বেশি হওয়ায় কুষ্টিয়ায় চাল সংগ্রহ অভিযানে ধীরগতি দেখা দিয়েছে। জেলায় প্রতিবছর চাল সংগ্রহ অভিযান শতভাগ সফল হলেও এবছর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং সরেজমিনে জেলার দুটি খাদ্যগুদামে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি বছরের মে মাস থেকে কুষ্টিয়াসহ সারাদেশে মিল মালিকদের কাছ থেকে সরকারিভাবে একযোগে চাল সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। এবছর কুষ্টিয়া জেলায় চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৪২ হাজার ৬৭৪ মেট্রিক টন। এর মধ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলায়ই চাল সংগ্রহের টার্গেট নির্ধারণ করা হয় ৩৭ হাজার ৪৯৪ টন।

খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় থেকে এবছর চাল সংগ্রহ অভিযানের জন্য জেলার ৪৬৯ মিল মালিকের সঙ্গে লিখিত চুক্তি করা হয়। প্রতি কেজি চালের সরকারি দর নির্ধারণ করা হয় ৪০ টাকা। কিন্তু চাল সংগ্রহ অভিযানের শুরুতেই সরকারনির্ধারিত দামের চেয়ে চালের বাজারমূল্য বেশি হওয়ায় সংগ্রহ অভিযানে ধীর গতি দেখা দেয়। খাদ্য বিভাগের পক্ষ থেকে দফায় দফায় তাগাদা দেওয়ার পরও মিলারদের মধ্যে চাল সরবরাহে অনীহা দেখা যায়। চলতি বছরের ৩১ আগস্ট চাল সংগ্রহ অভিযান শেষ

হওয়ার কথা রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির পর থেকেই সংগ্রহ অভিযানে স্থবিরতা নেমে এসেছে। দফায় দফায় তাগাদা দেওয়া স্বত্বেও মিলাররা কোনোভাবেই চাল সরবরাহ করছেন না। ৪৬৯ জন মিল মালিকের মধ্যে ২৫টি হাসকিং মিল মালিক একেবারেই চাল সরবরাহ করেননি বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ অটোমেজর অ্যান্ড হাসকিংমিল মালিক সমিতি কুষ্টিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন বলেন, মিলগেটে বর্তমানে স্বর্ণা মোটা চাল ৫০ থেকে ৫১ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর খুচরা বাজারে এই চাল ৫২ থেকে ৫৩ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া বাজারে বর্তমানে ধানের দামও বেশ চড়া। বাজারে মোটা ধান ১১০০ থেকে ১২০০ টাকা মণ দরে বিক্রি হচ্ছে। এতে গুদামে চাল দিলে লোকসান হবে দেখে মিলাররা চাল সরবরাহ করতে চাচ্ছে না।

ধানের দাম বেশি তাই বাড়ছে চালের দাম

ধানের দাম বাড়ার ফলে চালের দাম বাড়ছে বলে জানিয়েছে দেশের অন্যতম বৃহৎ চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরের ব্যবসায়ীরা।

এর আগে গত সপ্তাহে সব ধরনের চালের দাম মানভেদে কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা বেড়ে যায়। ধানের দাম বৃদ্ধি ও সংকটের কথা বলে চালের দাম বাড়িয়ে দেন মিল মালিকরা। তবে মিল মালিকরা বলছেন, ধানের দামের সঙ্গে সমন্বয় করে বাড়ছে চালের দাম।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কয়েক সপ্তাহ আগে বাজারে ধানের দাম ছিলো আটশ টাকা থেকে সাড়ে ৯শ টাকা মন। সেই ধান কয়েকদিন হলো কিনতে হচ্ছে ১০৫০ টাকা সাড়ে এগারোশ টাকা মন হিসেবে। তাই মিলারদের চালের দাম একটু বাড়াতে হচ্ছে।

কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন খুচরা বাজার ও পৌর বাজার ঘুরে দেখা

গেছে, মিনিকেট চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০-৫২ টাকা কেজি, কাজললতা ৪৮-৫০ টাকা কেজি, আঠাশ ৪৮-৫০ টাকা কেজি এবং মোটা চাল ৪২-৪৪ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। অথচ দশ দিনের ব্যবধানে বস্তা প্রতি একশো থেকে দেড়শো টাকা বেড়েছে।

মান্নান স্টোরের মালিক আব্দুল মান্নান জানান,কয়েকদিন হলো মিনিকেট চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০-৫২ টাকা কেজি, কাজললতা ৪৮-৫০ টাকা কেজি, আঠাশ ৪৮-৫০ টাকা কেজি এবং
মোটা চাল ৪২-৪৪ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। অথচ কয়েক সপ্তাহ আগে বিভিন্ন ধরনের চাল কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা কম ছিলো। তবে কেন দাম বেড়েছে এর কোন কারন তিনি জানাতে পারেনি।

পৌর বাজারের খুচরা ব্যবসায়ী শাপলা ট্রেডার্সের মালিক আশরাফুল ইসলাম বলেন, কয়েকদিন আগে যে চাল বিক্রি করেছি ৪৮ টাকা কেজি। সেই চাল এখন বিক্রি করছি ৫১ টাকা কেজি।

মোটা চাল বিক্রি হতো ৩৮-৪০ টাকায়। সেটি এখন বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৪২-৪৩ টাকা কেজি হিসেবে। তবে তিনি অভিযোগ করে বলেন, ধানের দাম বেড়েছে দোহায় দিয়ে সুযোগসন্ধানী অটো মিল মালিকরা চালের দাম বাড়িয়েছে।

হরিপুর এলাকার বাসিন্দা রাশেদ ইসলাম বলেন, ‘আমার পরিবারে সপ্তাহে ১৫ কেজি চাল লাগে। চালের মূল্য বাড়ায় সপ্তাহে বাড়তি টাকাও গুনতে হচ্ছে। কিন্তু আয় না বাড়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।’

শুধু রাশেদই নয় অনেকেই জানান, চালের বাড়তি দামের কারণে সংসারের খরচ বেড়ে গেছে। চালের দাম না বাড়নোর আহ্বান জানান তারা।

কুষ্টিয়া জেলা চালকল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদিন প্রধান বলেন, কয়েক সপ্তাহ আগে বাজারে ধানের দাম ছিলো আটশ টাকা থেকে সাড়ে ৯শ টাকা মন। সেই ধান কয়েকদিন হলো কিনতে হচ্ছে ১০৫০ টাকা সাড়ে এগারোশ টাকা মন হিসেবে। তাই মিলারদের চালের দাম একটু বাড়াতে হচ্ছে।

জয়নাল আবেদিন বলেন, বর্তমানে কাজললতা ও মিনিকেট (সরু) জাতের চালের চাহিদা বেশি থাকায় ধানের বাজারও বেশি হয়। যার কারনে হিসাব মেলাতে গিয়ে বেশি দামে এ ধান কেনার ফলে চালের দামও একটু বেড়ে যায়।

নতুন ধান উঠলে আবার ধানের বাজার কমে যাবে। তখন অটোমেটিকভাবে চালের দামও কমবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

জেলা বাজার নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম বলেন, মিলাররা কোন ঘোষণা ছাড়াই চালের দাম বাড়িয়েছে। তবে কেন বাড়িয়েছে তা খতিয়ে দেখতে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে আমরা একটি টিম খাজানগর রাইচ মিল এলাকায় মিলারদের অবস্থা কি তা জানতে অভিযানে নামবো।

খাদ্য নিয়ন্ত্রক (কারিগরি) এ,কে,এম শাহনেওয়াজ বলেন, বাজারে ধানের আমদানী কম থাকায় বেশি দাম দিয়ে ধান কিনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। যার ফলশ্রুতিতে চালের দামও বেড়েছে। তিনি বলেন, আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে আবার নতুন ধান উঠলে চালের দাম কমে যাবে।